***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 132 - 138*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# আদিবাসী নারীর অস্তিত্ব ও সংগ্রাম : মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্প

ড. চৈতালী ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ি
Email ID : chaitalibhowmick80@gmail.com

***Received Date*** *21. 09. 2024*
***Selection Date*** *17. 10. 2024*

***Keyword***
*Charaiveti, Full Sky, Tribal Women, Struggle.*

***Abstract***
*In the 21st century, women are propelling themselves forward, inspired by the mantra of 'Charaiveti' (move ahead). Their thinking, lifestyle, and values have reached a new dimension. In many cases, women are no longer seen as 'half the sky'; they represent the full sky. However, the status of women from indigenous or tribal communities remains largely unchanged. These women have yet to fully step forward. Their lifestyle and daily struggles for survival and existence continue unabated.*

*This research paper focuses on selected short stories by the renowned Bengali writer Mahasweta Devi. It delves into the problems faced by tribal women, including the exploitation, oppression, and inhumane treatment they endure from the ruling classes, as depicted in the stories 'Draupadi', 'Doulot', and 'Shikar'. Along with heart-wrenching portrayals of their suffering, the stories also highlight their resistance and courage in the face of such oppression.*

**Discussion**

"আজকের দিনেও আফগানিস্তানে যখন তালিবানরা বলে যে মেয়েদের বাইরে দৃশ্যমান হলে চলবে না, সুতরাং তাদের শরীর পুরো আবৃত রাখতে হবে, ...অন্যদিকে আজকের প্রগতিশীল পশ্চিম বাংলাতে যেভাবে কলেজের ছাত্রীদের (আশুতোষ কলেজ) শুধু নয়, অধ্যাপিকাদের (চাকমা কলেজ) উপরেও বাঙালি আলোক প্রাপ্তির অজুহাতে সালোয়ার কামিজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মেয়েদের শাড়ি পরাকে বাঙালিয়ানার প্রতীক হিসাবে খাড়া করা হচ্ছে, তাতেই বোঝা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক শাসনের চিন্তাভাবনা দিয়ে 'আধুনিকা' মেয়েদের জগৎটিকে কতখানি গড়াপেটার চেষ্টা আজও চলছে।"[১]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 132 - 138*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী আজও তার অস্তিত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, এ এক চিরন্তন সত্য। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা সময়ের দিকে তাকালে আমরা সেটাই প্রতিনিয়ত দেখতে পাই, এই বিশ্বায়নের যুগে সম্মান পাওয়ার জন্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নারী লড়ে যাচ্ছে। তারা প্রতিনিয়ত বলছে, আমার মন আছে, বুদ্ধি আছে, মস্তিষ্ক আছে, আত্মা আছে, কিন্তু কেহ আমার সত্তাকে স্বীকার করে না।

মানবজাতির সৃষ্টির সময় থেকে আদিবাসীরা ছিল। তারপর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নানা কারণে তাদের স্থানান্তরিত হতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও সমাজের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ যারা লিখেছিলেন তারাও ছিল বেদ বহির্ভূত সমাজের অংশ। তেমনি তাদের রচনা উঠে এসেছে ডোমনী, চন্ডালী, শবরী, শবর প্রভৃতি আদিবাসী নারীদের কথা।

"উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুন্জরী মালী।।"[২]

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে—

> "চর্যাগীতিতে চিত্রিত আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পন্ন এই সকল জনগোষ্ঠীর চিত্র গৌড়বঙ্গের বিস্তৃত ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে। যখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিধির বর্ণভেদ এদেশের আদিমতম জনগোষ্ঠীকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করেনি, তাঁদের জন্য ঘৃণ্য জাতি বৃত্তিও নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি, - তখন সমাজে নেতৃত্ব করতেন এঁরাই বঙ্গ, শবর, নিষাদ চন্ডাল, ডোম প্রভৃতি জন। এঁদেরই অপরাজেয় শক্তি, সৌন্দর্যবোধ, প্রাণের স্ফূর্ত, নিসর্গ প্রীতি, সম্ভোগ রুচি ও অধ্যাত্ম্য ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিল 'বঙ্গ' নামক ভূভাগ। তারপর এল ব্রাহ্মণ্য প্রভাব, গড়ে উঠল বর্ণভেদের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর। দেশজ জাতির স্থান নির্দিষ্ট হল অতি অধম অপাংক্তেয় শূদ্রের দলে। আদিমতম জনগোষ্ঠীর মান গেল, প্রতিপত্তি গেল, ধ্বংস হল তাঁদের রুচিবোধ।"[৩]

এরপর মধ্যযুগের সাহিত্যে আদিবাসী নারীদের সমাজে বিভিন্ন কাজ করতে দেখা যায়। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর ফুল্লরার কাহিনী তারই উদাহরণ।

ইতিহাসে ধারাবাহিকতায় সমাজের নারীর আধিপত্য ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শিকারি ও খাদ্য সংগ্রহ থেকে কৃষিজ অর্থনীতির উত্তরণে মানব সমাজে নারীর বিশেষ ভাবে আদিবাসী সমাজের নারীর ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হতে থাকলো। অবশ্য,

> "যারা এই সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন তারা সবাই স্বীকার করেন এদের পুরুষরা কর্মের উপাসক যত না তার চেয়ে বেশি আনন্দের উপাসক। গ্রাসাচ্ছাদনের মতন ব্যবস্থা হলে সন্ধ্যা হলেই হাঁড়িয়া পান করে নাচ টানিয়ে এদের বেশি উৎসাহ।"[৪]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলেও সাঁওতাল সমাজে নারীর মূল্য কিন্তু কম নয়, এদের নারীরা শুধু ঘরে নয় বাইরের কাজেও পুরুষের সমান বা তার চেয়ে বেশি সহযোগ করে শষ্য ক্ষেত্রে বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি সংগ্রহ, ঘর রক্ষনা-বেক্ষন, শিশু প্রতিপালন সবকিছুতে মেয়েরাই পারদর্শী। এরপর আরো পরিবর্তন হতে থাকে, উনবিংশ শতকে সমগ্র নারী সমাজের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনেও নানা পরিবর্তন আসে।

> "পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার দ্বান্দ্বিক পথেই উত্তরিত হয় ইতিহাস, আর আদিবাসী রমণী জীবনও নয় তার ব্যতিক্রম। সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তনে, একদিকে নির্বাচনী রাজনীতি, অন্যদিকে শিক্ষার প্রসার তাদের অনেকটাই তথাকথিত মূল স্রোতের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ... কয়লা খনি, খাদান বা চা বাগানে কর্মরতা নারীরা কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজের আধিপত্যের

> বাইরে চলে যায়। সেখানে অবশ্য তারা অন্য ধরনের শোষণের শিকার হয়, যে শোষণ সার্বিকভাবে আধুনিকায়িত ধনতান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য পরিণতি।"[৫]

মোটকথা আদিবাসী নারীরা আগ্রাসন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার আগেও ছিল এখনও রয়েছে। কর্মঠ, শক্তিশালী, উদ্যমী এই সাঁওতাল সমাজে নারীরা আজও কিন্তু অসহায়। একদিন যারা এদেশের সমাজ রাষ্ট্র সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, পরবর্তীকালে সেই জনগোষ্ঠী একদল স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর অপকৌশলের শিকার হয়ে সমাজে অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সামগ্রিক নারী সমাজের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রান্তীয় দলিত আদিবাসী নারীদের জীবনযাপন পদ্ধতি, বেচে থাকার জন্য সংগ্রাম, প্রতিবাদ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ ভাবে বাংলা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

> "যে আছে মাটির কাছাকাছি
> সে কবির বাণী
> লাগি কান পেতে আছি।"[৬]

অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে- বাংলা সাহিত্যের মূল স্তম্ভ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীদেরকে নিয়ে, নারীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বহু সাহিত্য সৃষ্টি করলেও আদিবাসী নারী, তাদের সমস্যা নিয়ে সেভাবে লিখে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাঁওতাল ছেলেকে সজল, সঘন নববর্ষার কিশোর দূত কল্পনা করেছেন। সাঁওতাল মেয়ের কথা রয়েছে তাঁর 'ক্যামেলিয়া' কবিতায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্য দিনরাত্রি' আদিবাসীদের কথা রয়েছে, অবশ্য এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের বেশ কিছু দিককে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে একটি বহু আলোচিত নাম মহাশ্বেতা দেবী। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয় ও দেশজ সমাজ তথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা তিনি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন তার রচনায়। প্রতিবাদী জীবন ও সংগ্রামের লেখক তিনি। আজীবন অত্যাচারিত, নিপীড়িত, সংগ্রামী মানুষ বিশেষ ভাবে নারীদের নিয়ে চিন্তা চর্চা করেছেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীর মানুষের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। শবর, খেড়িয়া, লোধাদের সামাজিক অধিকার নিয়ে, তাদের সামাজিক অধিকার অর্জন করার সংগ্রামে তিনি পাশে থেকেছেন। একদিকে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায় করেছেন অন্যদিকে তার লেখার মধ্যদিয়ে ভারতের আদিবাসী যারা সমাজের এক বিরাট অংশ তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি, সুখ দুঃখ, জীবনের নানা সমস্যা ইত্যাদি নিয়েও কলম চালিয়ে গেছেন। মহাশ্বেতা দেবী প্রান্তিক আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যে যেমন এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন, তেমনি ছোটগল্প রচনার বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে গেছেন। আদিবাসী জীবন নিয়ে লিখিত তার উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'কবি বন্দ্যঘটি গায়িঁর জীবন ও মৃত্যু', 'অরণ্যের অধিকার', 'চোটি মুন্ডা এবং তার তীর', 'বিরসা মুন্ডা' ইত্যাদি। আর ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্তন্যদায়িনী', '৭ নম্বর আত্মহত্যা', 'দ্রৌপদী', 'প্রতি ৫৪ মিনিটে', 'দৌলতি', 'শিকার' ইত্যাদি বহু গল্পে নারীর প্রতি অবমাননা, নিপীড়ন, ধর্ষণ ইত্যাদি তিনি তুলে ধরেছেন। তার এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে আদিবাসী মানুষের সহজ আদিম জীবন-যাপনে রেখাচিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি নারী নির্যাতন, নারীর অসহায়তা, নারীর প্রতিবাদ, সংগ্রামের নির্মম, মর্মস্পর্শী বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। যা এর আগে কোন বাঙালি লেখক-লেখিকার লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে দেখা যায়নি।

এখানে বিশেষ ভাবে 'দ্রৌপদী', 'দৌলতী' ও 'শিকার' গল্প অবলম্বনে আদিবাসী নারীর অস্তিত্ব, সংগ্রাম ও প্রতিবাদের দিকটির আলোচনা করা হল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গল্পগুলো এক বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভোগবাদী সমাজে নারীর প্রতি পুরুষ এর যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, নারী-নির্যাতনের এমন ভয়ংকর চিত্রন আমাদের আত্মাকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়।

'দ্রৌপদী' গল্পটি তার জলন্ত উদাহরণ –

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 132 - 138*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> ‘‘নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাস, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপদি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা...।’’[৭]

মহাজন কারবারী ও শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও বিশেষ করে পুলিশ ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং এর কাছে দ্রৌপদী মেঝেন ও তার স্বামী দুলন ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’। এরপর ঘটনাচক্রে দ্রোপদীকে পুলিশ ধরে ফেলে। এরপরই শুরু হয় তার উপর অমানুষিক অত্যাচার যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ।

> ‘‘নারীর উপর পুরুষের বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, যাতে পুরুষ নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ...খুনের থেকেও মর্মান্তিক ধর্ষণ, কেননা খুন নারীটিকে কলঙ্কিত করে না। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের দেহসংগঠন এমন যে পুরুষ সম্মত আর শক্ত না হলে নারী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে পারে না; কিন্তু উত্তেজিত পুরুষ যে কোনো সময় নারীকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে।’’[৮]

দ্রোপদীকেও শোষক শ্রেণীর বলপ্রয়োগের শিকার হতে হয়েছে। অমানুষিক যন্ত্রনায় ছটফট করতে হয়েছে।

> ‘‘লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদীর চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ...নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনও ওর দু হাত দু’খুটোয় এবং দু’পা, দু’খুটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। ...ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নীচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনা নায়কের পছন্দ হবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, বৃন্ত ছিন্ন ভিন্ন। কত জন? চার-পাচঁ-ছয়-সাত— তারপর দ্রৌপদির হুঁস ছিল না।’’[৯]

মহাভারতের পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রোপদীকে বিবস্ত্র করেছিল দুঃশাসন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় আর এখানে দ্রৌপদী জোতদার মহাজনী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আদিবাসী নারী। কিন্তু এতো অত্যাচার করেও দ্রৌপদীকে দমিয়ে রাখা যায় না। রক্তমাখা থুথু ফেলার জন্য সেনা নায়কের সাদা সার্ট টিকেই বেছে নেয়। উলঙ্গ ধর্ষিত দ্রোপদী আরো বীভৎস হয়ে ওঠে সেনা নায়কের কাছে। দ্রোপদীর নিরস্ত্র প্রতিবাদের সামনে ভয় পায় সেনা নায়ক পর্যন্ত —

> ‘‘চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনা নায়কের সাদা বুস শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার কর লেঃ কাঁউটার কর–? দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।’’[১০]

দৌলতি গল্পের প্রেক্ষাপট পালামৌ। গল্পটিতে দাস মজুর প্রথাকে হাতিয়ার করে কেমন করে আদিবাসী মেয়েদেরকে শোষণ করা হয়, সে কথা বলা হয়েছে। দৌলতি গল্পের বিষয় সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন— দৌলতি কাহিনীর কেন্দ্রে যে সমস্যা তা নিয়ে একদা ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডসে লিখেছি, ভারত সরকারের সঙ্গে লড়েছি। ভারত সরকার নামে দাসমজুর প্রথা উচ্ছেদ করেছে, কি এ প্রথা আর কৃষি ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই। ঠিকাদার আনীত শ্রমিক, অন্য রাজ্য থেকে যাদের কোন শিল্পায়ন প্রকল্পে বেগার শ্রমিক হিসেবে আনা হয় তারাও দাস মজুর। হিমালয়ে উত্তরকাশী জেলায় এ প্রথা খুব চলত। উচ্চবর্ণের ঋণদাতার কাছ থেকে স্বামী বা বাবা ঋণ নিলে, কুমারী বা সদ্য বিবাহিতা মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হতো সিধা কোন বড়

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 132 - 138*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

শহরের 'লালবাতি' এলাকায়, যেখানে তারা দেহ বেচে ঋণ শুধতো। ঋণ শোধ হয় না, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়ে চলে। (কথোপকথন : মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী)

দৌলতি গল্পে টেড়া নাগাসিয়ার চৌদ্দ বছরের মেয়ে দৌলতি। আহত গনোরিকে সুস্থ করে তোলার প্রার্থনা নিয়ে দৌলতি ও তার মা টাহারে গিয়েছিল মন্দির থেকে প্রসাদি ফুল আনতে। সেদিন হনুমান মিশ্রের মন্দিরে বসেছিল তারই আত্মীয় পরমানন্দ। অযাচিত ভাবে সে হঠাৎ দৌলতি ও তার পরিবারের দুঃখে অভিভূত হয়ে তাদের একটা কাপড় ও পনেরোটি টাকা দেয়। এছাড়াও তিনশো টাকা দিয়ে দৌলতির বাবাকে মজদুরি থেকে ছাড়িয়ে আনে এবং দৌলতির বিয়ের প্রলোভন দেখায়।

এরপর পরমানন্দ লুটিয়া নামে এক বিকৃত রুচি সম্পন্ন ঠিকাদারের হাতে সামান্য টাকার বিনিময়ে দৌলতিকে তুলে দেয়। প্রথমদিকে লাটিয়ার 'খাস রেন্ডি' থাকলেও পরে সাধারণ হয়ে পড়ে। এভাবেই উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা দৌলতির মতো মেয়েদের ঋনের দায়ে দেহোপজীবিনী হতে বাধ্য করে। তাদের আয় থেকে মালিকদের ব্যবসা চলে।

> "দৌলতি আর রেওতি আর সোমনী
> ... ... ...
> মালিক এদের জমি বানিয়ে নিয়েছে
> শরীরের জমি চষে চষে ফসল তোলে মালিক
> ওরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া।।"[১১]

আর এইসব মেয়েরা না খেয়ে, নানা অসুখে ভুগে, মাতৃত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, প্রয়োজন ফুরালে ভিখারিতে পরিনত হয়। এমনকি পুরুষ প্রধান সমাজ দৌলতীর কাছ থেকে মাতৃত্বের অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়।

> "এ রামপিয়ারী ওকে দাওয়াই দে। ...পেট বানিয়ে বসে আছে। দে দাওয়াই। ...সব নষ্ট হয়ে যাবে।"[১২]

দৌলতিরও দাম কমে গেল একসময়। সব শেষে যক্ষা রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে। দৌলতিও গ্রামের মানুষ বনো চাচাকে দেখে আবেগে কেঁদে ওঠে।

> "সেই যে সেওরা গ্রামের বটগাছটা? তার কথা বলো। তার ঝুরি ধরে দোল খেতাম ছাগল চরাতে গিয়ে। ...তখন জানতাম না বনো চাচা, পৃথিবীতে এত মদ আছে, বৈজনাথ আছে, এত গাহক আছে। সেই সব দিন তো আমি হারিয়ে ফেলেছি কবে। তোমার দেখা পেলে সেই সব কিছু আমি ফিরে পাই।"[১৩]

অবশ্য এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। মহাশ্বেতা দেবীর দৌলতিতে এই পতিতা আদিবাসী নারীদের উদ্ধার এর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বনোচাচা এবং তার সঙ্গীরা পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্য গ্রামে গ্রামে পতিতা পল্লীতে ঘুরেছে, চেষ্টা করেছে।

> "ফাদার বমফুলার বলল প্রথম কাজ আইন করে এ প্রথার উচ্ছেদ। তারপর জনমতের চাপে আইন কার্যকর করা। জনমত গঠন করতে সংগঠন চাই। তারপর এইসব মুক্তিপ্রাপ্ত কামিয়াদের জীবিকার সংস্থা চাই। আর এইসব মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক আর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দরকার।"[১৪]

শেষ পর্যন্ত দৌলতীয় তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে গেছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন তার অনুষ্ঠান প্রান্তরে মৃত্যু বরণ এই কথাই প্রমাণিত করে।

> "আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া রেন্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধি গলিত শব, ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে। আজ পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখেনি। ...ভারত-জোড়া হয়ে দৌলতি।"[১৫]

'শিকার' গল্পের ওরাও আদিবাসী উপজাতি নারী মেরী, দুর্দম, দুর্দান্ত, কর্মঠ ও সাহসী।

> "মেরীকে সবাই ভয় করে। মেরী তার অটুট স্বাস্থ্য, অসীম কর্মক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়ে ঘর সাফ করে, গাই চরায়। ...দাড়িয়ে থেকে ফল পাড়ে ও পাড়ায়। ...বর্ষা সমাগমে বীজ থেকে গজিয়ে ওঠা চারা নেড়ে নেড়ে বসায়। সমস্ত দিকে কড়া নজর ওর।"[১৬]

সে মুসলমানকে বিয়ে করতে চেয়েছে। অবশ্য ওর উপরে সমাজের নিয়ম-নীতিও সেই ভাবে আরোপিত হয় না।

> "শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ মেয়ে বলে ওকে ওঁরাওরা রক্তের রক্ত মনে করে না এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের কঠোর রীতীনিতি ওর ওপর আরোপ করে না।"[১৭]

ঘটনাচক্রে ঠিকাদার তশীলদার সিং মেরীকে ভোগ করতে চাইলে তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে প্রতিবাদ করেছে। হোলির দিন আদিবাসীদের সমাজে যে শিকার খেলার নিয়ম আছে, এবার সে শিকার মেয়েদের। বারো বছর পুরুষরা এ দিনে শিকারে যায়। তারপর আসে মেয়েদের পালা। পুরুষদের মতো তারাও বেরোয় তীর-ধনুক নিয়ে। এবং এই বিশেষ দিনে মেরি তশীলদার সিং কে হত্যা করে, নিজেকে রক্ষা করে।

> "শিকার চাই, বড় শিকার! ...মেরী সাদরে তশীলদারের মুখে হাত বোলাল, ঠোঁটে চুমকুড়ি খেল। তশীলদারের চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোঁট লালামাখা, দাঁতে ঝিলিক, মেরী দেখছে, দেখছে, মুখটা বদলাতে বদলাতে এবার? এবার? হাঁ, জানোয়ার হয়ে গেল। অব লে মুঝকো?মেরী হেসে ওকে জড়াল, মাটিতে শোয়াল, তশীলদার হাসছে, মেরী দা-টা ওঠাল, নামাল, ওঠাল, ওঠাল নামাল। কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল।"[১৮]

এরপর সে সেই রাতেই জালিম এর কাছে ছুটে চলে গেছে। তার মনে আর কোন জানোয়ারের ভয় নেই।

> "অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোন ভয় এলো না, কোন জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।"[১৯]

'দ্রৌপদী', 'দৌলতি' ছোটগল্পের মধ্যে নারীর যে সংগ্রাম প্রতিবাদ চলছিল সেটাই যেন পূর্ণ পরিনতি লাভ করল 'শিকার' গল্পে মেরী চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

> মোট কথা, "নিজের ভবিষ্যতের জন্য নারীকে ত্যাগ করতে হবে পিতৃ ও পুরুষতন্ত্রের সমস্ত শিক্ষা ও দীক্ষা ...তাকে আয়ত্ত করতে হবে শিক্ষা এবং গ্রহণ করতে হবে পেশা। তাকে হ'তে হবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত; তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে লড়াইয়ের জন্যে। তাকে কান ফিরিয়ে নিতে হবে পুরুষতন্ত্রের সমস্ত মধুর বচন থেকে, তাকে বর্জন করতে হবে পুরুষতন্ত্রের প্রিয় নারীত্ব। ...তাকে মনে রাখতে হবে সে মানুষ, নারী নয়; নারী তার লৈঙ্গিক পরিচয় মাত্র; ...নারীকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে সম্ভোগের সামগ্রী হ'তে, এবং হতে হবে সক্রিয়, আক্রমণাত্মক। নিজের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে

> নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে না। নারীর ভবিষ্যৎ মানুষ হওয়া, নারী হওয়া নারী থাকা নয়।"[২০]

এভাবে একদিন নারী নিজেকে তৈরি করবে, সমাজে প্রচলিত পুরোনো ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে,নিজেকে শারীরিক, মানসিক, অর্থ নৈতিক সমস্ত দিক দিয়ে সবল করে তুলবে। দেশ ও জাতির উত্থান তখনই সম্ভব হবে।

> "নিজস্ব গণ্ডির সন্নিকট বৃত্তকে অতিক্রম করে তাকে আজ মিলতে হবে সেই বৃহত্তর জনতার সঙ্গে যারা তারই মত একই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার। নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠার সংকট যখন রূপায়িত হয় অস্তিত্বের সংকটে তখন সম্প্রদায়গত সংহতির পরিবর্তে প্রয়োজন আরও বৃহত্তর সংহতির।"[২১]

**Reference:**

১. বাগচী, যশোধরা. নারী ও নারীর সমস্যা, অনুষ্টুপ, অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৮১
২. সেন, সুকুমার, চর্যাগীতি পদাবলী, ১ম প্রকাশ ১৯৫৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৬
৩. মোশেল, বাসুদেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ, পৃ. ৯৫৯
৪. চন্দ, পুলক (সম্পাদনা), নারীবিশ্ব, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, গাংচিল, কলকাতা, পৃ. ২৯২
৫. তদেব, পৃ. ২৯৫-২৯৬
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, পৃ. ৫৯৭
৭. গুপ্ত, অজয় (সম্পাদনা), মহেশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র (অষ্টম খন্ড), মহাশ্বেতা দেবী, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪১০
৮. আজাদ, হুমায়ুন, নারী, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ২৪৬
৯. গুপ্ত, অজয় (সম্পাদনা), মহেশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র (অষ্টম খন্ড), মহাশ্বেতা দেবী, প্রথম প্রকাশ ২০২৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪১৭
১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৮
১১. দে, সুধাংশু শেখর (প্রকাশক), মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ১৩নং খন্ড, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ৩৫৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৫৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭৫
১৪. তদেব, পৃ. ৩৭৪
১৫. তদেব, পৃ. ৩৭৯
১৬. https://pagefournews.com › mahasw...
১৭. https://pagefournews.com › mahasw...
১৮. https://pagefournews.com › mahasw...
১৯. https://pagefournews.com › mahasw...
২০. আজাদ, হুমায়ুন, নারী, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৩৭১
২১. চন্দ, পুলক (সম্পাদনা), নারীবিশ্ব, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, গাংচিল, কলকাতা, পৃ. ২৯৬